তারিখ ১ 4 OCT 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

~~যায়যায়দিন~~
যায়যায়দিন

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে বাণিজ্য

এম মামুন হোসেন

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপক বাণিজ্যে নেমেছে নোট-গাইড বই প্রকাশক ও কোচিং ব্যবসায়ীরা। চটকদার বিজ্ঞাপন আর নিশ্চিত পাস করার গ্যারান্টি দিয়ে প্রতারণায় নেমেছে ওই ব্যবসায়ীরা। এদিকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনী সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় বিপাকে পড়েছেন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, চলতি বছর থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষার আদলে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১৩ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার নীতিমালা জারি করে। নীতিমালায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদ দেয়া হবে। উত্তীর্ণরা মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। সনদ ছাড়া কেউ ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। এছাড়া পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা আর থাকছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাপনী শিক্ষার্থীদের মেধার ভিত্তিতে সরকার থেকে বৃত্তি দেয়া হবে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সমাপনী পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা করে নেয়া হবে। আর বৃত্তি পরীক্ষার ফি নেয়া হবে ৫০ টাকা। নীতিমালা অনুযায়ী বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পরিবেশ পরিচিত বিজ্ঞান ও ধর্ম- এ ছয়টি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো জানা যায়, আগামী ২২, ২৩, ২৪ নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা হতে পারে। এ পরীক্ষা নিতে সরকারের ব্যয় হবে ১৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ছয় কোটি টাকা পরীক্ষার ফিস বাবদ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিইডিপি-২) থেকে আসবে আট কোটি টাকা আর অবশিষ্ট এক কোটি টাকা দেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং স্কুলের শিক্ষকদের এ ব্যাপারে অজ্ঞতার সুযোগে চটকদার বিজ্ঞাপন আর নিশ্চিত পাস করার নিশ্চয়তার গ্যারান্টি দিয়ে প্রতারণায় নেমেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। বাংলা বাজার ও নীলক্ষেত বইয়ের মার্কেট ঘুরে পাঞ্জেরী, লেকচার, পপি, অনুপম, জুপিটার, মিজান লাইব্রেরির কম্পিউটার, ডিজিটালসহ এ রকম কয়েকশ নোট ও গাইড বইয়ের খোঁজ মেলে।

এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়েছে অসাধু নোট-গাইড বই প্রকাশক ও কোচিং ব্যবসায়ীরা

প্রত্যেকটি বইয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় নিশ্চিত পাসের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। পাঞ্জেরী, জুপিটার, লেকচার ১১০ থেকে ১২০ টাকায় এবং অন্যান্য নোট-গাইড বই আরো কমে বুচরা বিক্রেতারা বিক্রি করছেন।

রাজধানীর কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তারা বিশেষ কিছু জানেন না বলে জানান। রাজধানীর গোয়ালঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানান, সরকারের এ ধরনের উদ্যোগ নেয়ার আগে আরো প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তিন মাস আগে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বেশ কঠিন। আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষা। এসএসসির তুলনায় প্রায় আড়াইগুণ বেশি শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে।

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশন ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটাসটিকসের (ব্যানবেইজ) তথ্য অনুসারে দেশে সরকারি ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ রেজিস্টার্ড, নন-রেজিস্টার্ড এবং কিন্ডারগার্টেন মিলিয়ে প্রায় ৮২ হাজার প্রাথমিক স্কুল আছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে ২০ লাখ ছাত্রছাত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষে এতো বৃহৎ আকারের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে কি না এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে পারতেন।

এদিকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। আগামী জানুয়ারি থেকে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করছে সরকার। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বৃত্তি পরীক্ষার তুলনায় এ পদ্ধতিটি ভালো বলে মনে করেন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ সামসুল আলম। তিনি বলেন, সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় সত্যিকার মেধাবী খুঁজে পাওয়া যাবে। এবার কষ্ট হলেও আগামী বছর থেকে এ পরীক্ষা নিয়ে আর বিভ্রান্তি থাকবে না। পঞ্চম শ্রেণী শেষে শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা কিছু জানেন না উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা এ পরীক্ষা সম্পর্কে তাদের ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছি।